গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এসএমই ফাউন্ডেশন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন

এবং

মাননীয় সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই ২০১৮ - ৩০ জুন ২০১৯

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা	৩-৩
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৪-৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্যাবলি	৫-৬
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	৭-৭
সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষমাত্রাসমূহ	৮-১১
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১২-১২
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১৩-১৩
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা	১৪-১৪
সংযোজনী ৪: দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	১৫-১৬

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন

এবং

সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুন মাসের ২০ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র (Overview of the Performance of SME Foundation):

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

ক) সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩০১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করা হয় যার মাধ্যমে সারা দেশ থেকে প্রায় ৭,৫২৫ জন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসএমই পণ্যের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মোট ৩টি জাতীয় এস এম ই মেলা ও ৩০টি আঞ্চলিক এস এম ই পণ্য মেলা আয়োজন করা হয়। সর্বোচ্চ ৯% সুদে মোট ৫৫০ জন এস এম ই উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ৩০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উদ্যোক্তা-ব্যাংকার দূরত্ব লাঘব করা ও তৃণমূল পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের মধ্যে এসএমই অর্থায়ন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় মোট ১৭টি এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক পরিচালিত অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য একটি তথ্যভাণ্ডার(ডাটাবেইজ) তৈরি করা হয়। এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় ৫৬টি অনলাইন ব্যবসা/ই-কমার্স সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষণসমূহে ১১২০ জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে ০১টি ফলোআপ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে। শিল্পনীতি, রপ্তানি নীতি, আমদানি নীতি, পরিবেশ নীতি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় বাজেটসহ বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বিষয় অন্তর্ভুক্তির জন্য ৮৯টি সুপারিশমালা প্রেরণ করা হয়েছে যার মধ্যে ২২টি প্রস্তাব ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। ফাউন্ডেশন বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিস অনুবিভাগের এস এম ই অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে ১৪৫৬ জন উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও তথ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

ফাউন্ডেশনে অর্থ সংকট বিরাজমান রয়েছে। ২০০৭ সালে সরকার থেকে দেওয়া ২০০ কোটি টাকার এফডিআর এর মুনাফা থেকে এসএমই ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার যাবতীয় কাজ করা হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ভবন নেই। এনডাউমেন্ট ফান্ডের থেকে অর্জিত মুনাফার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অফিস ভবনের এর ভাড়া বাবদ খরচ হয়। জেলা পর্যায়ে ফাউন্ডেশনের কোন কার্যালয় নাই। তাই তৃণমূল পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের জন্য কাংক্ষিত সেবা দিতে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের পূর্বেই উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করা।সরকার প্রণীত বিভিন্ন নীতিমালা যেমন জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬, এসএমই উন্নয়ন নীতি কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- জাতীয় এসএমই মেলায় প্রায় সাত কোটি টাকার বিক্রয় ও এগারো কোটি টাকার অর্ডার এর লক্ষ্যমাত্রাঅর্জন করা।
- আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রায় ১৮টি জেলায় এসএমই পণ্য মেলার আয়োজন করা।
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রায় ৪টি মেলায় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।
- উদ্যোক্তাদের জন্য ১১০টি বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ/কর্মশালা এর ব্যবস্থা করা যেখানে ২,৭৭৫ জন উদ্যোক্তা এই প্রশিক্ষণের দ্বারা উপকৃত হবে।
- আইসিটি এবং টেকনোলজিতে দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক বিভিন মেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রায় ১,০০০ জন উদ্যোক্তাকে প্রস্তুত করা করা।
- ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রামের আওতায় নতুন ৫টি সম্ভাবনাময় ক্লাস্টারসহ প্রায় ২১০জন উদ্যোক্তাকে লোন সরবরাহের ব্যবস্থা করা যার মধ্যে ৫০জন হবে নারী উদ্যোক্তা।
- এসএমই খাতে ঋণ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় বিভিন্ন জেলায় মোট ১০টি ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রাম আয়োজন করা।

সেকশন-১

এসএমই ফাউন্ডেশনের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mision), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্যাবলি:

১.১ রূপকল্প (Vision):

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mision):

মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাজমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশে বহুমুখী কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সহায়তা প্রদান।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১. এসএমই ব্যবসা বিকাশে সহায়ক পরিবেশ তৈরি
২. মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায়িক পরিসেবাসমূহ সহজলভ্যকরণ।
৩. এসএমই খাতে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন সহজীকরণ ।
৪. ক্লাস্টারভিত্তিক এসএমই উন্নয়ন।
৫. নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণ।
৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অভিযোজনে সহায়তাকরণ।
৭. প্রযুক্তি উন্নয়ন ও যথাযথ প্রযুক্তি অভিযোজনে সহায়তাকরণ।
৮. এসএমই খাতে মানব সম্পদ বিকাশ।
৯. এসএমই উন্নয়নের লক্ষ্যে এসএমই খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ।
১০. এসএমই উন্নয়নে কাজ করার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সংযোগ সাধনে উৎসাহিতকরণ।

১.৪ প্রধান কার্যাবলি (Functions):

- এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক ভাবে এসএমই পণ্য মেলার আয়োজন করা হয়।
- সরকার কর্তৃক গৃহীত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) উন্নয়ন নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা এসএমই ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।
- দেশে বিদ্যমান রেগুলেটরি প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে এসএমই সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রণয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্তসহ সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করা।
- ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস উইং হতে ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রামের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্ভাবনাময় এসএমই সেক্টর/ক্লাস্টার গ্রুপকে সর্বোচ্চ ৯% সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা।
- এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করা যেমন- উদ্যোক্তা উন্নয়ন, নতুন ব্যবসা শুরু করার উপায়, ব্লক ও বাটিক, ফ্যাশন ডিজাইন, লেদার ক্রাফট মেকিং, বিউটিফিকেশন এন্ড পার্লার ম্যানেজমেন্ট, এসএমই ক্লাস্টারে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন, ই-কমার্স প্রশিক্ষণ, উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের মান উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বাজার ব্যবস্থাপনা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি।
- এসএমই ফাউন্ডেশন নিজস্ব ওয়েবপোর্টাল www.smef.org.bd -এর মাধ্যমে এসএমই এবং এসএমই সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করা ।

- উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে আসা এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উইমেন চেম্বার/ট্রেডবডিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে ব্যাংকারদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী, নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন আয়োজন, জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রতিযোগিতা আয়োজন, নারী উদ্যোক্তা পণ্য মেলা আয়োজন ইত্যাদি।
- এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যবসা সহায়ক বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করা যেমনঃ- ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদের মাঝে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন, অ্যাডভাইজারি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নতুন ব্যবসা সৃষ্টি ও পরিচালনার বিষয়ে দিক নির্দেশনা, বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা প্রদান, ব্যবসায়িক তথ্যাবলির সহায়িকা/ম্যানুয়াল প্রকাশ ও বিতরণ ইত্যাদি।
- প্রতিযোগিতার পেক্ষাপটে পণ্যের মান পর্যায়ক্রমে বিশ্বমানে উন্নীতকরণে সহায়তা এবং কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন (যেমন- আইএসও-৯০০০, আইএসও-১৪০০০), উন্নত ও মানসমৃদ্ধ ডিজাইন এবং উন্নত প্যাকেজিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করা।